দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 20 APR 1988 ...
পৃষ্ঠা ... 5 ... কলাম ... 1 ...

বাংলাদেশ শিক্ষা ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

027

পরীক্ষার খাতা চুরি

দৈনিক বাংলার সংবাদদাতা এবার কিন্তু বেশ একটা বিচিত্র চুরির খবর জানিয়েছেন। এরকম চুরিতে যে নতুনত্ব আছে এটা স্বীকার করতেই হবে।

যশোরের কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল থেকে এসএসসির আড়াইশ অংক খাতা চুরি হয়েছে। এ কেমন চুরি? ব্যক্তি বিশেষের কাছে খাতাগুলির মূল্য আছে নিশ্চয়ই। কিন্তু আর্থিক মূল্য বিচার করতে গেলে খাতাগুলির তেমন কোন মূল্য নেই। তাহলে এ চুরির কি উদ্দেশ্য? চোররা খেয়ালবশে বা অভ্যাস বশে চুরি করেনি তো? শত্রুতামূলক উদ্দেশ্য থাকতে পারে অবশ্য। কিন্তু আড়াইশো জনের সঙ্গে এমন সমষ্টিগত শত্রুতা কি কারো থাকে? তাহলে খাতাগুলি কি সের দরে বিক্রি করার জন্যেই চুরি হয়েছে? কথাটা একেবারে উড়িয়ে দেবার মত নয় কিন্তু। এ সমাজে শিশুরা ছেঁড়া কাগজ টুকিয়ে বস্তাবন্দী করে। এত কাগজ একসঙ্গে পেয়ে গেলে অনেকেরই কিছু আনন্দের কারণ ঘটবে। সমাজে দৈন্য যেখানে প্রকট সেখানে এরকম কিছু অঘটন ঘটেই থাকে। চুরির উদ্দেশ্য আবার ভিন্নও হতে পারে। পরীক্ষা ভন্ডুল করার জন্য অসাধু ব্যক্তিরা এ কাজ করে থাকতে পারে।

চুরির কারণ যাই হোক, এ চুরি অনেকের ভাগ্য বিপর্যয়ের কারণ হতে পারে। যাদের খাতা চুরি হল কি ভিত্তিতে তাদের পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হবে, এটা ভাবনার বিষয়। কর্তৃপক্ষের জন্য এটা একটা সমস্যা ঠিকই, কিন্তু পরীক্ষার্থীদের এবং অভিভাবকদের জন্য এ একেবারে রাতের ঘুম কেড়ে নেবার মত পরিস্থিতি।

খাতা বিষয়ে হয়ত আরেকটু সতর্কতা অবলম্বন করা যেত। তবে ঘটনা যখন ঘটেই গেছে তখন এবার কি করণীয় সেটাই চিন্তার বিষয়। খাতা উদ্ধার করা সম্ভব হলে খুবই ভাল কথা। আর তা না হলে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থীদের প্রতি যাতে অবিচার করা না হয় সেটা খেয়াল রাখতে হবে। পরীক্ষার্থীদের কষ্ট হলেও দ্বিতীয় দফা পরীক্ষা নেয়াই বোধ হয় একমাত্র পথ।